ভাগ্যের আধার হল ত্যাগ

আজ ভাগ্যবিধাতা বাপদাদা নিজের সকল সন্তানদের ত্যাগ এবং ভাগ্য দুইয়ের দর্শন করছেন। কি ত্যাগ করেছে এবং ভাগ্য কিরূপ প্রাপ্ত করেছে --- এই কথাটি তো জানো যে এক গুণ ত্যাগের রিটার্নে পদ্মগুণ ভাগ্যের প্রাপ্তি রয়েছে । ত্যাগের গুহ্যতম রহস্য জানা সত্ত্বেও যে বাচ্চারা সামান্যতম ত্যাগও ক'রে তার ভাগ্যের রেখা স্পষ্ট এবং বৃহৎ হয়েই যায়। ত্যাগেরও ভিন্ন ভিন্ন স্টেজ রয়েছে । যদিও ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারী স্বরূপে ত্যাগের ভাগ্য ব্রাহ্মণ জীবন প্রাপ্ত হয়েছে। সেই হিসেবে যেমন সবাই ব্রাহ্মণ রূপে পরিচয় লাভ করো তেমনই সবাই ত্যাগ-শীল আত্মাও হয়েছ। কিন্তু ত্যাগেরও নম্বর বা ক্রমাঙ্ক রয়েছে , তাই ভাগ্য প্রাপ্তিতেও নম্বর আছে। ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী নামে তো সবাই পরিচিত হয়েছই কিন্তু এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের মধ্যে থেকেই কেউ মালার নম্বরওয়ান পুঁতি , কেউ লাস্ট পুঁতি হয়ে যায় কিন্তু উভয়ই হল ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । শূদ্র জীবন সকলেই ত্যাগ করেছ তবু নম্বরওয়ান এবং লাস্ট নম্বরের এই তফাত কেন ? প্রবৃত্তিতে ট্রাস্টী রূপে রয়েছ , বা প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়ে সেবাধারী রূপে সদা সেবাকেন্দ্রে রয়েছ কিন্তু দুই প্রকারেই ব্রাহ্মণ আত্মারা সে ট্রাস্টী হোক বা সেবাধারী , উভয়েই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নামেই পরিচিত হয়। পদনাম দুইজনেরই সমান কিন্তু দুই জনেরই ত্যাগের আধারে ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। এমন বলা যাবেনা যে সেবাধারী স্বরূপে সেবাকেন্দ্রে থাকা -- এইটি হল শ্রেষ্ঠ ত্যাগ বা ভাগ্য । ট্রাস্টী আত্মারাও ত্যাগ বৃত্তি দ্বারা মালায় শ্রেষ্ঠ নম্বর প্রাপ্ত করতে পারে। কিন্তু সত্য ও পরিচ্ছন্ন হৃদয় যুক্ত ট্রাস্টী হতে হবে। ভাগ্য প্রাপ্তির অধিকার দুইজনেরই আছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা অঙ্কিত করার আধার হল " শ্রেষ্ঠ সংকল্প এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম " । সে ট্রাস্টী আত্মাই হোক বা সেবাধারী আত্মা , দুইজনেই এই আধারে নম্বর প্রাপ্ত করতে পারে। দুইজনেরই ভাগ্য নির্মাণের পূর্ণ প্রাধিকার (full authority) রয়েছে । যার যেরকম ও যতখানি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে সে নির্মাণ করতে পারে। সঙ্গমযুগে বরদাতা পিতা দ্বারা ড্রামা অনুরূপ সময়কে বরদান দেওয়া হয়েছে। যে চাইবে সে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। ব্রহ্মাকুমার কুমারী হওয়া অর্থাৎ জন্ম থেকেই ভাগ্যের অধিকারী হওয়া । জন্মের সাথেই ভাগ্যের নক্ষত্র সকলের মস্তকে দীপ্তিমান রয়েছে । এই তো হল জন্ম-সিদ্ধ অধিকার । ব্রাহ্মণ অর্থ -ই হল ভাগ্যবান । কিন্তু প্রাপ্তি স্বরূপ জন্ম-সিদ্ধ অধিকার- টি বা দীপ্তিমান ভাগ্যের নক্ষত্র - টি কতখানি শ্রীবৃদ্ধি পাবে বা কতখানি শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠবে সেইসব প্রত্যেকের পুরুষার্থের উপর নির্ভর করছে। প্রাপ্তি স্বরূপ ভাগ্যের অধিকার - টি জীবনে ধারণ করে কর্মে প্রত্যক্ষ করা অর্থাৎ পিতার দানে প্রাপ্ত সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করা বা অপচয় করে শেষ করা , এইটি প্রত্যেকের উপর নির্ভর করছে । জন্মের সাথেই বাপদাদা সকলকে সমান শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের বরদান " ভাগ্যবান হও " বা ভাগ্যের সম্পত্তি , এক সমান দিয়েছেন। সব বাচ্চাদের সমান টাইটেল দিয়েছেন --- হারানিধি বাচ্চারা , স্নেহের বাচ্চারা বলে থাকেন , কাউকে হারানিধি বলছেন কাউকে বলছেননা এমন তো নয়। কিন্তু সম্পত্তির যত্ন এবং শ্রীবৃদ্ধিতে ক্রম সংখ্যা তৈরী হয়। এমন নয় সেবাধারীদের ১০ পদ্ম আর ট্রাস্টীদের ২ পদ্ম দিচ্ছেন । সবাইকেই পদ্মাপদমপতি নাম দিয়েছেন। কিন্তু ভাগ্য রূপী খাজানার যত্ন নেওয়া অর্থাৎ নিজের মধ্যে ধারণ করা আর ভাগ্যের খাজানায় বৃদ্ধি করা অর্থাৎ মন-বানী-কর্ম দ্বারা সেবায় মগ্ন হওয়া । এইভাবেই ক্রম সংখ্যা তৈরী হয়। সবাই হল

সেবাধারী , সবাই হল ধারণামূর্ত , কিন্তু ধারণা স্বরূপে ক্রমানুসার হয়। কেউ সর্বগুণ সম্পন্ন হয় , কেউ গুণ সম্পন্ন হয়। কেউ সর্বদা ধারণা স্বরূপ , কেউ এখনই ধারণা স্বরূপ এখনই চাঞ্চল্য স্বরূপ। একটি গুণ ধারণ করবে তো অন্যটি সময় প্রমাণ কাজে লাগাতে পারবেনা । যেমন একই সময়ে সহ্য শক্তি এবং সমায়োজন শক্তি দুইয়ের প্রয়োজন পড়ে। যদি একটি শক্তি বা এক সহ্যশীলতার গুণ ধারণ করে নেবে আর সমায়োজন শক্তি ব্যবহার করতে পারবেনা তাহলে বলবে যে এতটা সহ্য তো করেছি তাইনা । এইটাই কি কিছু কম নাকি । কতখানি সহ্য করতে হয়েছে সেই জ্ঞান আছে , কিন্তু সহ্য করার পর সমায়িত না করতে পারলে কি হবে ? এখানে সেখানে বর্ণনা করা হবে , সে এই করেছে , আমি এই করেছি , সুতরাং সহ্য করে কামাল তো করেছ কিন্তু সেই কামালের বর্ণনা করে কামালকে ধামালে পরিবর্তন করে দিয়েছ কারণ বর্ণনা করলে এক দেহ-অভিমান এবং দ্বিতীয় পরচিন্তন দুই স্বরূপের প্রভাব কর্মে দেখা দেয়। সেইরকম একটি গুণ ধারণ করলে আর অন্যটা করলেনা তাহলে যে ধারণা স্বরূপ হওয়া উচিত সেইটি হয়না। ফলে প্রাপ্তি স্বরূপ খাজানা সদা ধারণ করা হয়না অর্থাৎ যত্ন করা হয়না। যত্ন করলেনা অর্থাৎ অপচয় করলে তাইনা ! কেউ যত্ন ক'রে , কেউ অপচয় ক'রে । নম্বর তো পৃ থক হবেই তাইনা ! সেবায় প্রযুক্ত করা অর্থাৎ ভাগ্যের সম্পত্তির বৃদ্ধি করা। এতেও সেবা তো সবাই ক'রে কিন্তু সত্যিকারের মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করা , সেবাধারী রূপে সেবা করা এতেও তফাত তো থেকেই যায়। কেউ হৃদয়ের সত্যতা সহ সেবা ক'রে আর কেউ বুদ্ধির আধারে সেবা ক'রে । তফাত তো হবেই তাইনা !

বুদ্ধি তীক্ষ্ণ , পয়েন্ট অনেক , সেই আধারে সেবা করা আর হৃদয়ের সততা দিয়ে সেবা করা এই দুই পদ্ধতিতে রাত দিনের তফাত রয়েছে । হৃদয় দিয়ে সেবারত আত্মা অন্য আত্মাদের হৃদয়াসনে বিরাজিত করবে। আর বুদ্ধির আধারে সেবারত আত্মা শুধু বলা ও বলানো শেখাবে। সে মনন করবে , বর্ণনা করবে। এক হল সেবাধারী স্বরূপে সেবা করা আর অন্য হল নামধারী স্বরূপের জন্যে সেবা করা অর্থাৎ সুনামের জন্যে সেবা করা। তফাত হল কিনা। সত্য সেবাধারী যে আত্মাদের সেবা করবে তাদের প্রাপ্তির প্রত্যক্ষফল অনুভব করাবে। নামধারী স্বরূপ সেবাধারী সেই সময়ে খুব প্রশংসা লাভ করবে - খুব ভাল বলেছ , খুব ভাল শুনিয়েছ , কিন্তু প্রাপ্তির ফল অনুভব করাতে পারবেনা । সুতরাং তফাত তো রয়েছেই। এক হল মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করা, এক হল ডিউটি বা কর্তব্যের আধারে সেবা করা। যারা মন-প্রাণ দিয়ে সেবা ক'রে তারা প্রতিটি আত্মার মন-প্রাণের যোগাযোগ এক বাবার সঙ্গে না করে থাকতে পারবেনা । কর্তব্যের আধারে সেবাধারী আত্মারা নিজের সেবা সম্পন্ন করবে , সাপ্তাহিক কোর্স শেষ করবে , যোগ-শিবির করিয়ে নেবে, মুরলী শোনা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে , কিন্তু আত্মার মন-প্রাণের যোগাযোগ হয়ে যাক এই দায়িত্বটি নিজের কর্তব্য ভাববেনা। কোর্সের পরে কোর্স করিয়ে নেবে কিন্তু আত্মার মধ্যে ফোর্স ভরতে পারবেনা । আর নিজের মনে ভেবে নেবে আমি অনেক পরিশ্রম করেছি । কিন্তু এটা তো নিয়মে আছে যে মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করলেই মন-প্রাণের যোগ বা কানেক্শন করতে পারবে। তাহলে তফাত বুঝলে তো ? এই হল প্রাপ্ত সম্পত্তি বৃদ্ধি করা। এই কারণে যতখানি যত্ন নেবে , যত বৃদ্ধি করবে ততই নম্বর প্রাপ্তিতে এগিয়ে যাবে। ভাগ্যবিধাতা এসে সকলকে একরকম ভাগ্য আবন্টিত করেছেন কিন্তু কেউ বৃদ্ধি করেছে কেউ অপচয় করেছে। কেউ ব্যবহার করে শেষ করেছে। তাই দুই প্রকারের জপমালা তৈরী হয়েছে আর মালাতেও ক্রমাঙ্ক বা নম্বর রয়েছে । বুঝলে নম্বর কেন তৈরী হয় ? অতএব বাপদাদা ত্যাগের ভাগ্য দেখছিলেন । ত্যাগের লীলাও অপরমঅপার রয়েছে । সেইসব অন্য সময়ে শোনাব । আচ্ছা ।

এমনই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান , সদা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা ভাগ্যের রেখায় শ্রীবৃদ্ধিকারী সত্যিকারের সেবাধারী , সদা সর্ব গুণ , সর্ব শক্তি গুলি জীবনে ধারণ ক'রে , প্রতিটি আত্মাকে প্রত্যক্ষফল অর্থাৎ প্রাপ্তি স্বরূপে পরিবর্তনকারী , এমনই শ্রেষ্ঠ ত্যাগী এবং শ্রেষ্ঠ ভাগী সদা বাবা প্রদত্ত অধিকার গুলি , খাজানা গুলি যত্ন নিতে এবং বৃদ্ধি করতে সক্ষম , এমন ধারণা স্বরূপ সদা সেবাধারী বাচ্চাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

পার্টিদের সঙ্গে

১ যে ব্রাহ্মণ সে ফরিস্তা আর যে ফরিস্তা সে দেবতা --- এই লক্ষ্য সদা স্মৃতিতে রাখো :--

সবাই নিজেকে ব্রাহ্মণ স্বরূপ সে-ই ফরিস্তা-স্বরূপ ভাবো কি ? এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ এবং ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা-স্বরূপে পরিণত হবে তারপর ফরিস্তা থেকে দেবতা রূপে পরিণত হবে -- সেই কথাটি স্মরণে থাকে ? ফরিস্তা-স্বরূপে পরিণত হওয়া অর্থাৎ সাকার দেহধারী হওয়া সত্বেও প্রকাশ স্বরূপে বাস করা অর্থাৎ সর্বদা বুদ্ধি দ্বারা ঊর্ধ্বে স্থির হয়ে থাকা । ফরিস্তার পদ-চরণ ভূমি স্পর্শ করেনা । ঊর্ধ্বে থাকবে কিভাবে ? বুদ্ধি দ্বারা । বুদ্ধি রূপী পদ-চরণ সর্বদা থাকবে ঊর্ধ্বে । এমন ফরিস্তা-স্বরূপে পরিণত হচ্ছো নাকি হয়ে গেছ ? ব্রাহ্মণ তো হয়েছই --- যদি ব্রাহ্মণ না হতে তাহলে এখানে উপস্থিত হওয়ার সম্মতি প্রাপ্ত হতো না। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ফরিস্তা-স্বরূপের স্টেজ কতখানি ধারণ করেছে ? ফরিস্তাদের জ্যোতি স্বরূপ কায়া দেখান হয়। সুতরাং নিজেকে যত প্রকাশ স্বরূপ আত্মা ভাববে , প্রকাশময় হয়ে পদচারণ করবে অনুভব করবে যেন প্রকাশের কায়া স্বরূপে ফরিস্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে । ফরিস্তা অর্থাৎ নিজ দেহ সনে রিস্তা নাই যার অর্থাৎ নিজের দেহের সঙ্গে সম্পর্ক নেই যার , দেহ-ভান থেকে সম্পর্ক বিচ্যুতি অর্থাৎ ফরিস্তা । দেহ থেকে নয় , দেহ-ভান থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ । দেহের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলে তো চলেই যাবে কিন্তু দেহ-ভান থেকে সম্বন্ধ শেষ হোক। তবে এই জীবন যাত্রা সুখকর প্রিয় অনুভব হবে। তখন মায়াও কোনো ভাবে আকৃষ্ট করবেনা । আচ্ছা ।

২ আমরা আল্লার বাগানের পুষ্পদল --- এই স্বমানে স্থিত থাকো :--- সদা নিজেকে বাপদাদার অর্থাৎ আল্লার বাগানের পুষ্পগুচ্ছ ভাবো কি ? সর্বদা নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি রূহানী গোলাপ হয়ে রূহানী সৌরভ প্রসারিত করি কি ? যেমন গোলাপের সুগন্ধে সকলেই মিষ্টি অনুভব ক'রে , চারিদিকে প্রসারিত হয় , তো সেটা হল স্থূল রূপে , বিনাশী বস্তু এবং তোমরা সবাই হলে অবিনাশী সত্য গোলাপ । তাই সর্বদা অবিনাশী রূহানীয়তের অর্থাৎ আত্মিক সৌরভে চারিদিক সুবাসিত করো কি ? সর্বদা এই স্বমানে স্থির হয়ে থাকো যে আমরা আল্লার বাগানের পুষ্পগুচ্ছ হয়েছি --- এর চেয়ে বড় স্বমান আর কিছুই হতে পারেনা । ' বাহ্ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ' - এই গান গাইতে থাকো । ভোলানাথ বাবার সঙ্গে সওদা করে নিয়ে চতুর হয়ে গেছ তাইনা ! কাকে আপন করেছ ? কার সঙ্গে সওদা অর্থাৎ দেওয়া - নেওয়া করেছ ? এই সওদায় ত্রি-লোক প্রাপ্ত করেছ । আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে বিরাট ধনবান হলেও এত বড় সওদা করে প্রাপ্তি করতে পারবেনা , এতখানি মহান আত্মা তোমরা -- এই মহানতা-র স্মৃতিতে চলতে থাকো।

৩ ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হল --- খুশীর দান করে মহাদানী হওয়া --- সবচেয়ে বড় খাজানা হল খুশীর খাজানা , যে খাজানা নিজের কাছে থাকে তারই দান করা হয়। তোমরা খুশীর খাজানা দান করতে থাকো। যাকে খুশী দেবে সে তোমাকে বারবার ধন্যবাদ জানাবে। দুঃখী আত্মাদের খুশীর দান করলে তারা তোমারই গুণগান করবে। মহাদানী হও , খুশীর খাজানা বিতরণ করো। নিজেদের সম-জিন্সদের জাগাও । পথ বলে দাও। সেবা ছাড়া ব্রাহ্মণ জীবনের কোনো মূল্য নেই। সেবা নেই তো খুশীর অনুভূতি নেই তাই সেবায় তৎপর থাকো। প্রতিদিন একজন আত্মাকেও নিশ্চয়ই দান করো । দান না করে যেন চোখে ঘুম না আসে।

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চারা বাপদাদার গলায় মালা রূপে অবস্থান করে ?

উত্তর :- যাদের গলার স্বরে অথবা মুখের বুলিতে সর্বদা বাবার গুণ , বাবা প্রদত্ত জ্ঞানের কথা বা বাবার মহিমা প্রস্ফুটিত হয় , বাবার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান-ই সর্বদা শব্দ রূপে বের হয় , এমন বাচ্চারাই বাপদাদার গলায় মালা রূপে অবস্থান করে। আচ্ছা -- ওমশান্তি ।

বরদান :- শান্তির শক্তির সাহায্যে , সংস্কার মিলন দ্বারা সর্ব কার্য সফলকারী সদা নির্বিঘ্ন হও (ভব)।

ব্যাখ্যা : সদা নির্বিঘ্ন সে-ই থাকতে পারে, যে সী ফাদার (see father) , ফলো ফাদার (follow father) ক'রে । সী সিস্টার , সী ব্রাদার করলেই অস্থিরতার অনুভূতি হয় তাই এখন বাবাকে ফলো করতে করতে বাবা সম সংস্কার অর্জন করো তাহলেই সংস্কার মিলনের রাস ক্রিয়ায় সর্বদা নির্বিঘ্ন অনুভব হবে। শান্তির শক্তির সাহায্যে অথবা শান্ত থাকলে যত বড়ই বিঘ্ন হোক সহজেই সমাপ্ত হয়ে যায় আর সর্ব কার্য স্বতঃই সম্পন্ন হয়ে যায়।

স্লোগান :- ত্রিকালদর্শী হল সে-ই আত্মা যে , কোনও কথাকে এক-কালের দৃষ্টি দিয়ে না দেখে প্রতিটি কথায় কল্যাণের দর্শন করে ।